চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্র-নগদ টাকাসহ বহুল আলোচিত রুপা খাতুন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গায় রাইফেল, দেশীয় অস্ত্র ও নগদ টাকাসহ রুপা খাতুন নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার শ্মশানপাড়ার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আলোচিত এই নারীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ মাদকব্যবসা ও পতিতাবৃত্তির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গ্রেফতার রুপা খাতুন চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ইসলাম পাড়ার মিরাজুল ইসলাম মামুনের স্ত্রী এবং চুয়াডাঙ্গা শ্মশানপাড়ার বটে আলীর মেয়ে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের একটি দল চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার শ্মশানপাড়ায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে রুপা খাতুনকে আটক করে। এ সময় রুপার বাড়ি থেকে পয়েন্ট ২২ মি:মি: রাইফেল, অপটিক্যাল সাইট, নগদ সাড়ে ৭ লাখ, ৩টি মোবাইল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (কিরিচ), ১টি হুক্কা এবং ৬টি মদের বোতল উদ্ধার করে।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্প কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জয়নুল আবেদীন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আটককৃত আসামী এবং মালামাল সামগ্রী পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক (অপারশেন) হোসেন আলী জানান, এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদায় মাসিক খাস বন্দোবস্তে দেওয়া হলো জলমহল দলকার বিল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বহুল আলোচিত জলমহল দলকা লক্ষীপুর বিল এবার সরকারি ভাবে খাস বন্দোবস্ত পেল দলকা মরাগাংনী মৎসজীবি সমবায় সমিতি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার দিকে উপজেলা জলমহল ব্যবস্থাপনা কমিটি মাসিক ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা খাস আদায়ে এই বন্দোবস্ত দেন।

জানাগেছে, সম্প্রতি এই জলমহল দলকার বিল বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে মোতাবেক টেন্ডার আহবান করা হয়। এতে ৬টি সিডিউল বিক্রি হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে যাচায় বাছায় শেষে জলমহল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বোচ্চ দরদাতা মৎসজীবী দলকা মরাগাংনী মৎসজীবি সমবায় সমিতিকে খাস বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। প্রতিমাসে তাদেরকে ১লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও খাস বন্দোবস্ত আদায় কমিটির সদস্য সচিব কেএইচ তাসফিকুর রহমান।

উল্লেখ্য এর আগে সরকারি বিধি মেনে ১৪২৫ এর পয়লা বৈশাখ হতে ১৪৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষ দিন পর্যন্ত হেমায়েতপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ছয় বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিলো। ইজারা পাওয়ার পর দুইদিনের মাথায় সমিতির সভাপতি কামাল খান জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনকে সাবলিজ দিয়ে দেন।